হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্ম
আত্মসাতের ৩০টির বেশি অভিযোগের তদন্ত অবশেষে শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি
অভিযোগ বিষয়ে জানতে সোমবার সকাল সোয়া ১০টায় তদন্ত কমিটি ক্যাম্পাসে পৌঁছায়। তদ
ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, প্রফেসর ড. আবু তাহের ও সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির
শেখ।

গত ৮ মার্চ ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উপ-পরিচালক ও সংশ্লি
আমিরুল ইসলাম শেখ এক চিঠির মাধ্যমে হাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানান। চিঠিতে নি
উপস্থিত হতে পরীক্ষা-২০১৮ এর সহযোগী সদস্য সচিব খালেদ হোসেন, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের
জেনেটিক্স এ্যান্ড এনিম্যাল ব্রিডিংয়ের চেয়ারম্যান ড. আবদুল গাফফার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
অব রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (আইআরটি) পরিচালক অধ্যাপক ড. তরিকুল ইসলাম, ড. বি
শিকদার, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, প্ল্যানিং এ্যান্ড উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক
অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাহিমা খানম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডাঃ ফজলুল হক, কন্ট্রো
প্রকৌশল শাখার চাঁদ আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী প্রকৌশ
প্রকৌশলী আব্দুল ওয়াহেদকেসহ নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজ্জাদুল করিম নামে এক ব্যক্তি দুর্নী
বিষয়ে জানান। দুদক বরাবরে অভিযোগপত্রে নিয়োগের আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি, শিক্ষক-
আত্মসাত, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের অনিয়ম ও দুর্নীতি, শিক্ষককে বাঁচা
পুনর্বাসন, নির্মাণ কাজে ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগসাজশে টাকা ভাগ-বাটোয়ারা, মিথ্যা কাজের বি
দেখিয়ে টাকা আত্মসাত, স্বজনপ্রীতিসহ ৩০টির বেশি অনিয়মের কথা বলা হয়েছে। তবে বিশ্ব
অধ্যাপক ডাঃ ফজলুল হক বলেন, যেসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত চলছে, সেসব সত্য ন
অভিযোগের বিপরীতে যাবতীয় কাগজপত্র দাখিল করা হবে বলে জানান তিনি।